যুগান্তর

তারিখ 27 MAR 2009
পৃষ্ঠা 26 কলাম 1

প্রাইভেট ৫৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম তদন্তে কমিটি হচ্ছে

[২৫টি নজরদারিতে]

মুসতাক আহমদ

দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম নজরুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে অব্যাহতভাবে অভিযোগ এবং জনঅধিকার ও সুবিধা নিশ্চিতের বিষয়টিকে সামনে রেখে এই কমিটি করতে হচ্ছে। তাছাড়া অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ বছর অতিক্রম করেছে। এ অবস্থায় কার্যক্রম মূল্যায়নের সময় এসে গেছে। তিনি বলেন, কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক দিক পর্যালোচনায় আনবে। এর আগে ২০০৩ সালের ১৫ জুলাই আরও একবার তৎকালীন সরকার ৯ সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। ইউজিসির তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামানকে প্রধান করে গঠিত ওই কমিটি প্রায় দেড় বছর তদন্ত শেষে ২০০৪ সালের ১৭ অক্টোবর সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিল। তদন্ত কমিটি ৫৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টিকে নীতিমালা পূরণে ব্যর্থ এবং অতি নিম্নমানের হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করেছিল। এছাড়া ৬টি অধিকাংশ শর্ত পূরণে ব্যর্থ, ১০টি আংশিক ব্যর্থ, ১০টির মান আশাপ্রদ, ৯টি মোটামুটি সন্তোষজনক এবং ১০টি সন্তোষজনক হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। রিপোর্টে যেসব দিক উঠে এসেছিল তার মধ্যে নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, প্রশাসনিক ভবন ও ক্যাম্পাস না থাকা, পার্টটাইম শিক্ষকনির্ভর হওয়া, অনুমোদন ও অনুমতি ছাড়া ক্যাম্পাস চালানো, গচ্ছিত অর্থ তুলে নেয়া ও আমানতের ক্ষেত্রে ছলচাতুরি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে শিক্ষার নামে বাণিজ্য ইত্যাদি রয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া আরও ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে সেগুলো আদালতের রায় নিয়ে চলছে। ১৯৯২ সালে সংসদে পাস করা এক আইনের বলে তৈরি হয় এসব বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত চাপ আর বিদেশমুখী হচ্ছে

: পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

হচ্ছে : কমিটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীদের দেশে ধরে রাখার লক্ষ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাভাবনা করে সরকার। কিন্তু কালক্রমে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর কারণে উচ্চশিক্ষার মান পর্যন্ত বর্তমানে নিম্নমুখী হচ্ছে। অনেকেরই অভিযোগ, এসব বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরাই শুধু নিম্নমানের জনশক্তি সৃষ্টি করছে না, ক্ষতি করছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদিকে শিক্ষকদের টেনে আনছে, যারা অনেকেই ফাঁকি দিয়ে এসে থাকেন। এছাড়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নিনষ্ট ও অস্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখার অভিযোগ করে থাকেন অনেকে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে। সরকার ইতিমধ্যে ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত করেছে যারা আইন পূর্ণ, আংশিক বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানছে না। এ কারণে ২৫টিতে সরেজমিন তদন্ত করার জন্য তাদের (ইউজিসি) নির্দেশনা পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে ২৩টিতে পরিদর্শন শেষে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্টও দেয়া হয়েছে। শিগগিরই বাকি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তও শেষ হবে বলে জানান তিনি। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, চলতি মাসের মধ্যেই তারা কাজ শেষ করবেন। পিলখানার ঘটনার কারণে মূলত দুটির ব্যাপারে বিলম্ব হয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, তারা মূলত ইউজিসির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পরই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত আমলনামা তৈরি করে 'অ্যাকশনে' যাবে সরকার।

ওই সূত্র জানিয়েছে, ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সরকারের খুবই নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ছাত্রদের সঙ্গে প্রতারণা, টিউশন ফি সুদসহ আদায়, অনুমতি ছাড়া কোর্স চালু এবং এসব বিষয়ে, ইউজিসি খোঁজ নিতে গেলে মামলা দায়েরের মতো নাজাবজনক ঘটনার অভিযোগ রয়েছে। ঢাকায় অবস্থিত একটি বৈদেশিক দূতাবাস থেকেও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব জানানো হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারেও সরকারের কাছে বিভিন্নভাবে অভিযোগ এসেছে।

চিহ্নিত ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারের চিহ্নিত ওই ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে— দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, নর্দান ইউনিভার্সিটি, শিক্ষিকা ট্রাস্ট, দি পিপলস, রয়াল ইউনিভার্সিটি, সিটি ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি), লিডিং ইউনিভার্সিটি, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল, স্টেট ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, ইবাইস, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি), প্রাইম ইউনিভার্সিটি, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া এবং উত্তরা ইউনিভার্সিটি। এগুলোর মধ্যে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং আইইউবিএটি এই ইউনিভার্সিটির তদন্ত কাজ বাকি রয়েছে।

২১ ধরনের অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে মোট ২১টি ধরনের অনিয়মে জড়িত থাকার বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ৫ বছরেও স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ৫ কোটি টাকার এফডিআর না থাকা এবং ফান্ড ভেঙে ফেলা, ক্লাসরুমের অভাব, লাইব্রেরি না থাকা, গলাকাটা টিউশন ফি আদায় করা, শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন না দেয়া, অনুমতি ছাড়া ক্লাস পরিচালনা করা, শিক্ষার্থী হয়রানি, বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, আউটার ক্যাম্পাসের নামে শিক্ষার অবাধ বাণিজ্য, ট্রাস্টি বোর্ড সমস্যা এবং উপাচার্যদের বিরুদ্ধে, খবরদারিসহ ভিআইপি সড়কে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত কমিটি সূত্র জানায়, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ নেই। পৃথকভাবে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে কারণ চিহ্নিত করে শোকজ নোটিশ দেয়া হয়েছে।